ষষ্ঠ দার্‌স — الدرس السادس

সুন্নত রোযাঃ — صيام التطوع:

নিম্নে বর্ণিত দিনগুলোতে রোযা রাখার উপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন।

১। শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখাঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেনন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) [رواه مسلم ١١٦٤]

"যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযাও রাখলো, সে যেন পুরো বছরটাই রোযা রাখলো"। (মুসলিম ১১৬৪)

২। সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখাঃ

৩। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ আর তা চন্দ্র মাসের বিজোড় দিনগুলোতে রাখা উত্তম। যেমন, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখ।

৪। আ'শুরার রোযা রাখাঃ অর্থাৎ, মুহররাম মাসের ১০ তারীখ। ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য ১০ তারীখের একদিন আগে অথবা পরে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) [رواه مسلم ١١٦٢]

"আশুরার রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম ১১৬২)

৫। আরাফার দিন রোযা রাখাঃ অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারীখে। হাদীসে বর্ণিত যে,

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) [رواه مسلم ١١٦٢]

"আরাফার দিনে রোযা রাখলে, আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের ও আগামী বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম ১১৬২)

যে দিনে রোযা রাখা হারাম

১। দু'ঈদে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে।

২। আয়্যামে তাশরীকঃ অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখে। তবে কেরান অথবা তামাত্তো হজ্জকারী যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে তারা উক্ত বিধানের আওতায় আসবে না। (অর্থাৎ, তারা আয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখতে পারবে।)

৩। হায়েজ ও নেফাসের দিনগুলোতে রোযা রাখা।

৪। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((لاَتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ)) [متفق عليه ٥١٩٢-١٠٢٦]

"স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখতে পারে না।" (বুখারী, মুসলিম)